ব্রি ধান৬৭

উফশী চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৭ এর কৌলিক সারি নং BR7100-R-6-6। উক্ত কৌলিক সারিটি IR61247-3B-8-2-1 এবং **BRRI dhan36** এর সংকরায়নের পর বংশানুক্রম বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত কৌলিক সারিটি ইরি-ব্রি'র যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে ও দেশের বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কৃষকের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৪৭ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

ব্রি ধান৬৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- বোরো মৌসুমের লবণাক্ততা সহনশীল জাত।
- উচ্চ ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি।
- চাল মাঝারী চিকন,সাদা ও ভাত ঝরঝরে।
- ডিগপাতা প্রচলিত ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে খাড়া।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৭ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (ঝধষঃ ংবহংরঃরাব ংঃধমবং) ৮ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম যা প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান২৮ পারে না। জাতটি ব্রি ধান৪৭ এর মতো লবন সহ্য করতে পারে তবে এর দানা মাঝারী চিকন ও শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না।

জীবনকাল: জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।

ফলন: উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৭.৪ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** অগ্রাহায়নের ১ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ (১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **চারার সংখ্যা:** প্রতি গুছিতে ২/৩টি।

৪. **রোপন দুরত্ব:** ২৫সেমি ? ১৫সেমি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৬	১৩	১৬	১৩	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসটি, এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি ৩০-৩৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ইউরিয়া সারের মাত্রা জমির উর্বরতা অনুযায়ী সামান্য কম বেশি হতে পারে। জিংকের অভাব দেখা দিলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব দেখা দিলে জিপসাম উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন:** রোপনের পর কমপক্ষে ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** ভূগর্ভস্থ অথবা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ দিতে হবে। তবে ৩ ডিএস/মিটার এর চেয়ে বেশি মাত্রার লবণাক্ততা যুক্ত পানি কখনও সেচের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৮. **রোগবালাই দমন:** ব্রি ধান৬৭ জাতে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অনেক কম। তবে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত।

৯. **ফসল পাকা ও কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ (১৪এপ্রিল-২৮ এপ্রিল)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd